যায়যায়দিন

তারিখ 26 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

আইটিনির্ভর শিক্ষা কারিকুলাম না থাকায় শিক্ষার্থীরা চাকরির বাজারে টিকছে না

হাবিবুর রহমান

দেশে কর্মসংস্থানের অভাবে লাখ লাখ লোক বেকার। কিন্তু প্রতি বছর দেশে আইটি বা তথ্য প্রযুক্তি খাতে বেশ কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। তবে তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান না থাকায় দেশের নামকরা ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেও অনেক শিক্ষার্থী এসব চাকরির জন্য আবেদন করতে পারছে না। শুধু তথ্য প্রযুক্তি খাতেই নয়, প্রত্যেকটি সেক্টরে আজ চাকরি পাওয়ার প্রধান শর্তই হলো আইটি জ্ঞান থাকতে হবে। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, ইউনিভার্সিটি থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বের হলেও তথ্য প্রযুক্তির ন্যূনতম জ্ঞানও তাদের থাকছে না।

আবার আইটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়েও অনেক শিক্ষার্থী চাকরির বিজ্ঞাপনে যেসব যোগ্যতা চাওয়া হয় তার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছে না। তথ্য প্রযুক্তির চাহিদার সঙ্গে ইউনিভার্সিটিগুলোর কারিকুলামের ব্যাপক ফারাক থাকায় এ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তহীনতা ও অবহেলাকে দায়ী করেছেন তারা। সরকারও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার উন্নয়নে তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। ফলে দেশের নতুন প্রজন্ম অনেকটাই পিছিয়ে পড়ছে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিসহ দেশের অনেক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের এখনো তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা নেই। বিশেষ করে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা এ ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে। পাচ বছরের অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে আইটি বিষয়ে তেমন কোনো কোর্স নেই বললেই চলে। এ বিষয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ও অনেক শিক্ষক শিক্ষা কারিকুলামকেই দায়ী করেন। তারা বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞান তার ডালপালা মেলে ধরলেও বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায় এখনো এর কার্যকর ছোঁয়া লাগেনি। ইউনিভার্সিটি কারিকুলামের মতো সরকারও এ বিষয়ে অনেকটা উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছে। ঢাবির ইসলামী স্টাডিজ বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র ইফতে খায়রুল মুকুল বলেন, পাচ বছর ইউনিভার্সিটির শিক্ষাজীবন প্রায় শেষ। কিন্তু এখান থেকে তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে ভালো ধারণাই নিতে পারিনি। তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান না থাকলে বর্তমান চাকরির বাজারে আবেদন করাই যাচ্ছে না। চাকরি পাওয়া তো আরো দূরের কথা। তিনি বলেন, অবিলম্বে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের উচিত যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা কারিকুলাম পরিবর্তন করা। তা না হলে আমরা পিছিয়ে পড়বো। দেশ ও জাতি অনেক পিছিয়ে পড়বে। এছাড়া বিদেশিরা কোনো দেশে বিনিয়োগ করতে চাইলে সে দেশের তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দেয়।

সেমিনার-কনফারেন্সে এ বিষয়ে বক্তৃতা দেয়া হলেও বাংলাদেশে আইটি খাতের উন্নয়নে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। আট বছর আগে গাজীপুরে আইটি পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও তা আজো আলোর মুখ দেখেনি। অথচ পাশের দেশগুলোতে একাধিক আইটি পার্ক ও কমপিউটার সিটি রয়েছে। বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতে এখন প্রায় দুই লাখ জনশক্তি কাজ করছে। আগামী

দুই বছরে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অথচ ওইসব চাকরি পেতে যেসব প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন তা শিক্ষার্থীদের থাকছে না। ফলে ভবিষ্যতে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যতো কর্মীর চাহিদা রয়েছে তা পূরণ করা সম্ভব হবে না। যে ধরনের মেধা বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও যুক্তিপূর্ণ মনোভাব থাকলে এ ধরনের কাজ করা সম্ভব ছাত্রছাত্রীদের মাঝে তার ব্যাপক অভাব রয়েছে। আবার ক্লাসের পাঠ্যক্রমে যা পড়ানো হয় তার সঙ্গে চাকরির প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ফারাক রয়েছে।

আবার কারো কারো মতে, চাকরিতে দরকারি সবকিছু ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো সম্ভবও নয়। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যা জানানো দরকার তাই ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয়। চাকরির জন্য তৈরি হতে গেলে পাঠ্যক্রমের বাইরেও পড়াশোনা দরকার। আর সেটা হয় না বলেই কেউ কেউ চাকরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছেন। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো- এ দেশে বেসরকারি মোবাইল ফোন কম্পানি, পিএসটিএন অপারেটর, মাল্টিন্যাশনাল কম্পানি, এয়ারলাইন্স, ব্যাংকিং সেক্টরের আইটি খাতের দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ কর্মীদের প্রায় সবাই বিদেশি।

আমাদের পাশের দেশ ইনডিয়ার রাজস্ব আয়ের তৃতীয় খাত হলো তথ্য প্রযুক্তি। তাদের রয়েছে চার-পাচটি কমপিউটার সিটি এবং অসংখ্য আইটি পার্ক। আর বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত মন্ত্রণালয় হলো আইটি। তবে এ বছর সরকার তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিগত সরকারের চেয়ে বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়েছে। এ বছর এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৩০ কোটি টাকা, যা গত সংশোধিত বাজেটের চেয়ে প্রায় ৪০ কোটি টাকা বেশি। এছাড়া রফতানি আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আইটিকে প্রথম পাচটি পণ্যের তালিকায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর গাজীপুরে আইটি পার্ক নির্মাণের বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাংক ও মাল্টিন্যাশনাল কম্পানি দেশের বাইরে থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সফটওয়্যার কিনছে। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) ট্রেজারার এ কে এম ফাহিম মাশরুর যায়যায়দিনকে বলেন, বাংলাদেশে সফটওয়্যার খাতেই বছরে প্রায় চার হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা এসব চাকরির ক্ষেত্রে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। তিনি বলেন, পাবলিক ইউনিভার্সিটির কারিকুলাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি বিভাগে তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা দিতে হবে। বেশির ভাগ পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে হাতেগোনা কয়েকটি বিভাগে কমপিউটার ল্যাব রয়েছে। আইটি পার্কের ব্যাপারে তিনি বলেন, সরকারের উচিত এডুকেশন সেক্টরে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে এগিয়ে আসা। এ দেশে খুব শিগগিরই একটি আইটি পার্ক তৈরি করা প্রয়োজন। ঢাকা ইউনিভার্সিটির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী প্রফেসর নাদির জুনাইদ যায়যায়দিনকে বলেন, ইউনিভার্সিটির যেসব বিভাগের আইটি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে সেগুলোতে অবশ্যই তথ্য প্রযুক্তির আরো উন্নয়ন ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে ইউনিভার্সিটির প্রায় বিভাগে কমপিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তিনি তার বিষয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, সাংবাদিকতা বিভাগ তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর একটি বিভাগ। এ ক্ষেত্রে আরো উন্নয়নে বিভাগের শিক্ষকরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।